Dr. Ananda Kumar Paluya
Dept.of Bengali
Nakshalbari College

অলংকার।। শ্রেণিবিভাগ ও আলোচনা।

শ্রেণিবিভাগ :
বাণী বহিরঙ্গে শব্দময়ী , অন্তরঙ্গে অর্থময়ী। তাই অলংকার দুই প্রকার-- **শব্দালংকার** ও অর্থালংকার।

শব্দালংকার:- শব্দের বহিরঙ্গ ধ্বনির আশ্রয়ে যে কাব্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তাকে বলে শব্দালংকার।

অর্থালংকার:- শব্দের অন্তরঙ্গ অর্থের আশ্রয়ে যে কাব্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তাকে অর্থালংকার বলে।

শব্দালংকার ও অর্থালংকারের মধ্যে পার্থক্য :
ক) শব্দালংকারের আবেদন আমাদের কানের কাছে। অর্থালংকারের আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে।
খ) শব্দালংকারে বাক্যের সংগীত ধর্মের প্রকাশ। অর্থালংকারে তার চিত্রধর্মের প্রকাশ।
গ) শব্দালংকার শব্দের পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না । অর্থালংকারে শব্দ পরিবর্তনে কোনো ক্ষতি হয় না।

শব্দালংকার:

শব্দের ধ্বনিরূপকে আশ্রয় করে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় শব্দালংকার অর্থাৎ শব্দকে ঘিরে এ অলংকারের সৃষ্টি। এর মূল সৌন্দর্য টুকু ফুটে উঠে শব্দের ধ্বনিরূপে। মনে রাখতে হবে শব্দালংকারের অলংকার নির্ভর করে শব্দের ওপর। তাই ইচ্ছে মতো তাকে বদলে দেয়া যায় না।

শব্দালংকারের শ্রেণিবিভাগ :

শব্দালংকার পাঁচ প্রকার। যথা –
ক) অনুপ্রাস খ) যমক গ) শ্লেষ ঘ) বক্রোক্তি ঙ) পুনরুক্তবদাভাস

অনুপ্রাস:
অনু শব্দের অর্থ পরে বা পিছনে আর প্রাস শব্দের অর্থ বিন্যাস, প্রয়োগ বা নিক্ষেপ। একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবে হোক বা বিযুক্তভাবে হোক একাধিকবার উচ্চারিত হয়ে যদি কবিতায় ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি করে তবে তাকে অনুপ্রাস অলংকার বলে ।
এর মূল **বৈশিষ্ট্য** গুলো হল:

ক) এতে একই ধ্বনি বা ধ্বনি গুচ্ছ একাধিক বার ব্যবহৃত হবে।

খ) একাধিক বার ব্যবহৃত ধ্বনি বা ধ্বনি গুচ্ছ যুক্ত শব্দগুলো যথাসম্ভব পরপর বা কাছাকাছি বসবে।
গ) এর ফলে সৃষ্টি হবে একটি সুন্দর ধ্বনি সৌন্দর্যের।

উদাহরণ :
কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত দাদুরি ডাকিছে সঘনে

"গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে,
গরজে গগনে।" ...(রবীন্দ্রনাথ)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য উদাহরণে 'ক' এবং 'গ' এই ব্যঞ্জনধ্বনিটি কবিতার মধ্যে বারংবার উচ্চারিত হওয়ার ফলে কবিতায় এমন এক ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে মনে হয় পংক্তি গুলির ভেতর থেকে মেঘের ডাক ধ্বনিত হয়ে উঠছে। একই ব্যঞ্জনের পুনঃপুনঃ উচ্চারণের ফলে কবিতায় এই ধ্বনি সৌকর্য সৃষ্টি হয়েছে বলে এটি অনুপ্রাস অলংকার ।

শ্রেণিবিভাগ :

অনুপ্রাস অলংকার ছয় প্রকার। যথা –

ক) অন্ত্যানুপ্রাস

খ) শ্রুত্যনুপ্রাস

গ) সর্বানুপ্রাস

ঘ) ছেকানুপ্রাস

ঙ) বৃত্ত্যনুপ্রাস

চ) লাটানুপ্রাস